অভীষ্ট রাগে বৈশাখ

শাহাদাত হোসেন

উৎসর্গঃ বয়স্কতরুন ও বিশুদ্ধ আধুনিক ডঃ অজয় রায় কে

হে বৈশাখ! সহাস্রাধিক বার হেরেছি মোরা
তব আগমন প্রত্যাগমনের গতানুগতিক ধারা;
এসেছো তুমি, আবার নিঃশব্দে গেছো চলে,
তাৎপর্য্যশুন্য প্রতিশ্রুতি হীন-
তোমার ধূসর আগমন হয়েছে বিলীন
মহাকালের গর্ভে ।
এবার তব আগমন, অবিনাশী চন্দনে, দৃপ্ত তালে
দিক পড়িয়ে জয়টিকা মহাকালের ভালে।
এতোকাল গেছি তব বৃথাগমন হেরি,
এবার বাংলা শুনিতে চায়
তব তাৎপর্য্যপূর্ণ সত্যাগমনের ভেরি।
১৪১২ সালে তুমি এসো অভীষ্ট রাগে
বিশুদ্ধ নববর্ষের শুদ্ধতম মাস॥

হে সৃষ্টিশীল পিতা! নিয়ে সৃষ্টিশীল প্রতিশ্রুতি এবার
এ-বংগে এসো তুমি ভিন্ন রাগে আরবার।
তব তপ্ত তাপস নিঃশ্বাসে, উদ্ধত গর্বে,
ঈষানকুঞ্জের মেঘের গর্ভে -
পুরে দাও র‍্যাশনালিজমের শুক্রকীট;
গর্ভিত মেঘপুঞ্জ আষাঢ় - শ্রাবনে
প্রসব করুক রাশি রাশি মুক্তচিন্তার বীজ;
প্রাণ পেয়ে গজিয়ে ওঠুক, বাংলার দিকদিগন্তে
সুপ্ত মানবিকতার মহাতরু মহাউল্লাসের মৃদঙ্গে।
বাংলার আদিগন্ত প্রান্তর সত্যনিষ্ঠ তারুন্যের
নব নব বৃক্ষে হোক সবুজ;
তাদের উদ্ধত মস্তক ও দৃপ্তকায়
ছুয়ে যাক মহাবিশ্বগভীর নব ব্যঞ্জনায় ॥

হে ষড়ঋতুর মহা গুরু! তোমার অনুজ বসন্তে
বাংগালির হৃদয়ের রিক্ত শাখাতে
ফুটাও ক নব নব গুচ্ছ গুচ্ছ
মানবমুক্তির আবেগের পত্রপুস্পাবলী।
খড়তাপে পুরিয়ে ভষ্মিভূত করে দাও
সকল জ্বরাগ্রস্ততা, মূমূর্ষতা, প্রথা

আর পেছনটানার আগাছাপুঞ্জ;
বাংলা হোক অভিনব বিশুদ্ধ মানবনিকুঞ্জ।
তব আধুনিক শস্যের সমাহার
গভীর বিস্তারিক চারিদিক বাংলার॥

হে শুভ বিনাশী! তব ঝড়ের ডানার ঝাপটার
তীব্রআঘাতে, যাক যাক নিভে যাক
ধর্মীয় মিথ্যাশ্বাসের নিভু-নিভু-বাতি
তব রৌদ্রের প্রখরতায় প্রদীপ্ত হোক সত্যের মহিমা;
সারা বিশ্ব আলো নেক, ঋণ নেক ভাববীজ,
তব সৃষ্টিশীল বিপ্লবি চেতনা থেকে।

তাপস বৈশাখ! নিবির জ্ঞানের সরস
বরষায়, করো প্লাবিত
বাংলার বন্ধা সুষ্ক চিন্তাভূমি যতো;
ঘুচাও চিত্তের বন্ধাত্ব, করো মুক্ত;
মোদের মনের রুদ্ধদ্বারে
তব প্রচন্ড করাঘাতভারে
উদ্ভাসিত করো সকল অন্ধকার
মহাজাগতিক উজ্জ্বল প্রভাতে।
তাপসসিন্ধুসঞ্জাত প্রেমজ্ঞানরসে
সিক্ত করো এ-বাংলার সন্তানকে, তুমি এসে ॥

হে সত্যদ্রষ্টা কল্যানী! তব সত্যনিষ্ঠ কল্যানের নিঃশ্বাস পুরে দাও
প্রথিবীর প্রাণের কেন্দ্রে,
ধন্য হোক বাংলা, ধন্য হোক বিশ্ব
মানবতার অবারিত কল্যানে, সত্যের জয়গানে॥

হে বাধ ভাংগানিয়া! উদ্বত শিরে আছে দাড়িয়ে যে -
ধর্মীয়, জাতীয়তা আর অজস্রবিভক্তির বাধ,
বিশ্বভ্রাত্রিত্বের নিরংকুশ সম্মিলনে যা-ফেদেছে মহা ফাদ,
তোমার ঝান্ডার কষাঘাতে এবার
ধুলিস্যাত হয়ে যাক সব গুলো তার;
মহা উল্লাশে মিলিত হোক মানবতা -
সুস্থ্য নিঃশ্বাসে, হে মুক্তিদাতা!
তুমি এসে মুক্ত করো,
ধর্ম আর সংস্কারের কুটিল জালে
আজন্মগন্থিত, অসহায় বাঙ্গালিরে॥

হে কবি! এসো তুমি ছন্দমিলবিন্যস্তপয়ার ভেঙ্গে

অভিনব কবিতা রূপে।
অন্ধ বন্দনার কবিতার পাড়া
ভেঙ্গে, বইয়ে দাও চিন্তার স্বচ্ছ যৌক্তিক ধারা।
তুমি এসো!
নতুন কালের নতুন কবিতা হয়ে,
কাব্যিক প্রথার হৃদয়শরীর পদদলিয়ে;
ছিড়ে ফেলো প্রথাগত পৌরানিক বীনার
সবগুলো তারেরে,
পুরে দাও মোদের কর্ন গহবরে,
থেকে থেকে, তব মৌলিক সৃষ্টশীল গানের
ঝংকৃত নব নব সূর;
নতুন তানে নতুন ব্যঞ্জনায় মধুর,
মানবকল্যানের রাগমিস্রিত যতো সুরাসুর॥

হে সুখ হরা! এই যে বাঙ্গালি থাকিতে চায়
গর্দভসম বিরক্তিহীন সুখময়তায়,
আরামদায়ক বন্দীশিবিরে, প্রথার শয্যায়;
বিশ্বদোহন করে সত্যনিষ্ঠার বসন পরে
এসো এ-বংগে জয়দৃপ্ত পদভরে
ঘুচাতে মোদের আলস্যের অংহকারে।
দুর করে দাও মোদের সম্মুখ পশ্চাতের ভয়
না যেনো থাকি পরে মানসিক বন্ধাত্বতায়
তোমার প্রেরনা সাথে লয়ে কাজ করে
যাই নিরবিচ্ছন্ন ধারায়,দূর করি কিছু আবর্জনা -
যা ছড়ানো সারা বাংলার কোনা।

তোমার আগমন বার্তা বিশ্ব ছাড়িয়ে
মহাশুন্যলোকে ওঠুক ভেদিয়া
জাগুক বাংলা , জাগুক ধরিত্রি, জাগুক মহাবিশ্ব
মুক্ত হোক মানবতা, মুক্ত হোক সারা বিশ্ব।
তোমার প্রেরনায়,
জাগ্রত হৃদপিন্ডে যেনো বহি সত্যেরে,
কৃপা করুনা ভয় যশোঃলোভ পারি যেনো পরিহারে,
বিশুদ্ধ কঠিন সত্যের লাগি॥